আশা, নির্ভরতা এবং বিধান

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

আশা, নির্ভরতা এবং বিধান

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

আশা, বিশ্বাস এবং বিধান

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহৎ চরিত্রের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: আশা, আল্লাহর উপর ভরসা, উচ্চ এবং বিধান।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

আশা, নির্ভরতা এবং বিধান

আশা- ১

জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি প্রকৃত আশা এবং ইচ্ছাপূরণের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করে। অথচ মূর্খ ইচ্ছুক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে এবং তারপর মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ইচ্ছা পূরণের প্রত্যাশা করে।

মুসলমানদের জন্য এই দুটি মনোভাবকে বিভ্রান্ত না করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা একটি ইচ্ছাপ্রসূত চিন্তাবিদ হিসাবে বেঁচে থাকা এবং মৃত্যু এড়াতে পারে, কারণ এই ব্যক্তির এই পৃথিবীতে বা পরের জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা এমন একজন কৃষকের মতো যে রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়, বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হয়, জমিতে জল দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারপরে একটি বিশাল ফসলের আশা করে। এটি সাধারণ মূর্খতা এবং এই কৃষকের সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যেখানে, প্রকৃত আশা হল একজন কৃষকের মত যে জমি প্রস্তুত করে, বীজ রোপণ করে, জমিতে জল দেয় এবং তারপর আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের একটি বিশাল ফসলের আশীর্বাদ করবেন। মূল পার্থক্য হল যে প্রকৃত আশার অধিকারী সে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকবে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা

করবে। তার উপর। এবং যখনই তারা পিছলে যায় তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ইচ্ছাপ্রবণ চিন্তাশীল ব্যক্তি মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবে না, বরং তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করবে এবং তবুও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে আশা করবেন।

তাই মুসলমানদের অবশ্যই মূল পার্থক্যটি শিখতে হবে যাতে তারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের আশা গ্রহণ করতে পারে, যা সর্বদা উভয় জগতেই ভাল এবং সাফল্য ছাড়া কিছুই নিয়ে যায় না। সহীহ বুখারী, ৭৪০৫ নং হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি নির্দিষ্ট ধরনের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা অতীতের জাতি এবং এমনকি মুসলিম জাতিকে প্রভাবিত করেছিল যখন একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে এবং বিচারের দিনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের রক্ষা করবে। জাহান্নাম থেকে। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি সত্য এবং অনেক হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজাহ, 4308 নম্বরে পাওয়া যায়, এমনকি তাঁর সুপারিশে কিছু মুসলিমও কম নয়। এর দ্বারা যার শাস্তি লাঘব হবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এমনকি জাহান্নামে একটি মুহূর্তও সত্যিই অসহনীয়। তাই ইচ্ছাকৃত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে বাস্তবিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্যে চেষ্টা করে প্রকৃত আশা গ্রহণ করা উচিত।

যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না তাদেরকে শয়তান বুঝিয়ে দেয় যে, তারা সেই দিন মহান আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করবে এই দাবি করে যে তারা এতটা খারাপ ছিল না কারণ তারা হত্যার মতো বড় অপরাধ এড়িয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে

দৃঢ়প্রত্যয়ী করেছে যে তাদের আবেদন গৃহীত হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠানো হবে যদিও তারা পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছিল। এটি অবিশ্বাস্যভাবে মূর্খ কারণ মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির সাথে আচরণ করবেন না যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য করার চেষ্টা করেছেন যে তাকে অবিশ্বাস করেছে। একটি একক শ্লোক এই ধরণের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে মুছে দিয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 85:

ইসলাম ব্যতীত অন্যকে দ্বীন হিসাবে চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

পরিশেষে, একজন মুসলমানের এই বিশ্বাসের দ্বারা ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা উচিত নয় যে তারা একজন মুসলিম হিসাবে, তারা একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে , এমনকি তাদের পাপের ফলস্বরূপ তাদের প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। কেউ তাদের বিশ্বাস নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে, সে তাদের ঈমান ছাড়া এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার মহা বিপদে পড়ে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঈমান হল একটি গাছের মতো যা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে লালন-পালন ও যত্ন নিতে হবে। যখন বিশ্বাসের গাছটিকে অবহেলা করা হয় তখন এটি ভালভাবে মারা যেতে পারে, উভয় জগতে তাদের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য কিছুই না রেখে।

আশা - 2

সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ ঐশী হাদীসে, মহান আল্লাহ উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর উপলব্ধি অনুসারে কাজ করেন এবং আচরণ করেন। এর অর্থ হল যদি একজন মুসলমানের ভাল চিন্তা থাকে এবং মহান আল্লাহর কাছে ভাল আশা করে, তবে তিনি তাদের নিরাশ করবেন না। একইভাবে, কেউ যদি মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে , যেমন বিশ্বাস করা যে তাকে ক্ষমা করা হবে না, তাহলে মহান আল্লাহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আশা এবং এই হাদিসটি ইচ্ছুক চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মুখোমুখি হয়। তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং এখনও আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এবং উভয় জগতে তাদের রহমত দান করবেন। এটা সত্যিকারের আশা নয়, এটা নিছক ইচ্ছাকৃত চিন্তা। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি কোনো বীজ রোপণ করতে ব্যর্থ হন, তাদের ফসলে জল দিতে ব্যর্থ হন এবং এখনও একটি বড় ফসল কাটার আশা করেন। প্রকৃত আশা হল যখন কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্য করার চেষ্টা করে এবং যখনই তারা পিছলে যায়, তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করে। এটি এমন একজন কৃষকের মতো যিনি বীজ রোপণ করেন, তাদের ফসলে জল দেন, ফসলকে সুস্থ রাখার জন্য প্রচেষ্টা উৎসর্গ করেন এবং তারপরে একটি বড় ফসলের আশা করেন। জামে আত

তিরমিযী, ২৪৫৯ নং হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের সময় মহান আল্লাহকে আরও বেশি ভয় পোষণ করা উচিত, কারণ এটি এমন পাপগুলিকে বাধা দেয় যা আশার চেয়ে উচ্চতর যা একজনকে সৎ কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী ধরনের। কিন্তু অসুস্থতা ও অসুবিধার সময় এবং বিশেষত মৃত্যুর সময়, একজন মুসলমানের মহান আল্লাহর রহমতের আশা ছাড়া আর কিছুই থাকা উচিত নয়, এমনকি যদি তারা তাদের জীবন তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে অতিবাহিত করে থাকে, যেমনটি পবিত্রভাবে নির্দেশ করেছেন। সহীহ মুসলিমে ২৮৭৭ নম্বর হাদিসে পাওয়া যায় নবী মুহাম্মদ সা.

আশা - 3

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি সাধারণ জিনিস নিয়ে চিন্তা করছিলাম যা অনেক লোক করে থাকে, মানুষের মধ্যে আশা রাখা। এই মনোভাবের সমস্যা হল যে মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা ভুল করতে বাধ্য এবং মানুষের প্রত্যাশা ও আশার অভাব হয়। উপরন্তু, সময় পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হয়, যা অন্য সকলের পথ থেকে আলাদা, এটি তাদের তাদের নিজস্ব জিনিস যেমন তাদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনটি প্রায়শই তাদের এমন লোকেদের হতাশ করে দেয় যারা তাদের মধ্যে আশা রাখে যদিও তারা এটি করতে চায় না। যারা নিখুঁত নয় তাদের মধ্যে আশা করা সাধারণত হতাশার দিকে পরিচালিত করবে। বিশেষ করে এশিয়ান সম্প্রদায়ে এর একটি সাধারণ উদাহরণ হল যখন পিতামাতারা তাদের সন্তানদের মধ্যে আশা রাখেন। তারা আশা করে যে তাদের সন্তানরা জীবনের পথ বেছে নেবে যে তারা তাদের পরামর্শ দেয় এবং আশা করে যে তাদের সন্তানরা তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়াকে তাদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকারে পরিণত করবে। যদিও, বাচ্চাদের অবশ্যই তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়া উচিত কারণ এটি তাদের কর্তব্য, পিতামাতার তাদের উপর তাদের আশা রাখা উচিত নয় কারণ এটি প্রায়শই হতাশার কারণ হতে পারে। এর পরিবর্তে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর প্রতি এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, যেমনটি আল্লাহ আদেশ করেছেন, এবং তারপর মহান আল্লাহর উপর আশা করা উচিত। একজন মুসলমানের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সমস্ত সাহায্যের উৎস হল আল্লাহ, মহান এবং সৃষ্টি হল একটি মাধ্যম মাত্র। উত্স এখনও তাদের সাহায্য করতে পারে এমনকি তাদের মনের উপায়গুলি ছাড়াই যদি তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু নিজেদের দ্বারা উপায় উৎস ছাড়া সাহায্য করতে পারে না. মুসলমানরা যদি তাদের মনোনিবেশ করে এবং উপায়ের উপর আশা রাখে তাহলে তারা হতাশ হবে। কিন্তু যদি তারা এটাকে উৎসের উপর রাখে তাহলে কোন কিছুই তাদেরকে মহান আল্লাহর সমর্থন লাভে বাধা দিতে পারবে না।

সুতরাং মুসলমানদের জন্য তাদের আশা সঠিক জায়গায় স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, যা অবশ্যই মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা, তারপর তারা শান্তি পাবে। তারা উভয় জগতেই মন এবং সন্তুষ্টি কামনা করে।

আশা - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি একজন মুসলিমের জানাজা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে যে প্রকাশ্যে এবং অবিরতভাবে বড় পাপ করেছে। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর রহমত অসীম এবং সমস্ত পাপ কাটিয়ে উঠতে পারে এবং মহান আল্লাহর অসীম রহমতের উপর আশা ত্যাগ করে, অধ্যায় 12 ইউসুফ, 87 নং আয়াতে অবিশ্বাস হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"... প্রকৃতপক্ষে, কাফের লোকেরা ছাড়া আল্লাহর কাছ থেকে আর কেউ নিরাশ হয় না।"

তবুও, একটি সত্য বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। একজন মুসলমান তাদের বিশ্বাসের অর্থ নিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি, একজন মুসলিম অমুসলিম হিসাবে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। যদি এমন হয় তবে এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় থাকবেন তা উপসংহারে পৌঁছাতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না। এটি তখন ঘটতে পারে যখন একজন মুসলিম পাপের উপর অটল থাকে, বিশেষ করে বড় পাপ, যেমন মদ পান করা এবং তাদের ফরয নামায পড়তে ব্যর্থ হয় এবং তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই কারণেই মুসলমানদের অবশ্যই তাদের সমস্ত পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে এবং তাদের সমস্ত বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে,

কারণ এটি এমন একটি কাজ যা তারা নিঃসন্দেহে পূর্ণ করতে পারে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি তাদের আশা আছে বলে বিশ্বাস করে তাদের প্রতারিত করা উচিত নয়। মহান আল্লাহর রহমতের প্রকৃত আশা হিসাবে, কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তারপর মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করা তাঁর রহমতের আশা নয়, এটি নিছক ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা, যার ইসলামে কোন ওজন বা তাৎপর্য নেই। জামে আত তিরমিযী, 2459 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন।

আশা - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এই পৃথিবীতে একজন ব্যক্তির অনেকগুলি বিভিন্ন আশা এবং অনেকগুলি বিভিন্ন ভয় থাকে। ফলস্বরূপ, লোকেরা তাদের আশা অর্জন করতে এবং তাদের ভয় এড়াতে তাদের দেওয়া সংস্থানগুলি ব্যবহার করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল বিচার দিবসে এই ভয় ও আশাগুলো বিলীন হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের একক ভয় এবং জান্নাতের আশা ছাড়া কেউ তাদের সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তাও করবে না। এটাই বাস্তবতা যে সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারা তাদের মত জীবনযাপন করার একটি প্রধান কারণ ছিল। তারা জানত যে বিচার দিবসে তাদের সমস্ত পার্থিব ভয় এবং আশাগুলি কেবল একটি ভয় এবং একটি আশায় হ্রাস পাবে, তাই ফলস্বরূপ তারা তাদের আশা এবং ভয়কে একটি আশা এবং একটি ভয়ে পরিণত করেছিল, যখন তারা এখনও পৃথিবীতে বাস করছিল। এটি নিশ্চিত করেছে যে তারা জান্নাতের তাদের একক আশা পেতে এবং জাহান্নামের একক ভয় থেকে বাঁচতে তাদের দেওয়া পার্থিব আশীর্বাদ এবং সম্পদগুলি ব্যবহার করেছে। এটি তাদের ইহকাল এবং পরকালে শান্তি পেতে অনুমতি দেয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, পুরুষ হোক বা নারী, সে ঈমানদার অবস্থায়, আমি তাকে অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এর অর্থ এই নয় যে জান্নাত ও জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ভয় বা আশা করা উচিত নয়। এই আলোচনার অর্থ হল, এই পৃথিবীতে তারা যা ভয় ও আশা করছে তার সবই জাহান্নামের একক ভয় এবং জান্নাতের আশায় নিহিত থাকতে হবে। অন্য কথায়, একজনের সমস্ত ভয় এবং আশা জাহান্নামের একক ভয় এবং জান্নাতের জন্য একক আশার সাথে সরাসরি যুক্ত হতে হবে। অন্যান্য সমস্ত ভয় এবং আশা বাদ দেওয়া উচিত , কারণ তারা এই পৃথিবীতে গুরুত্বহীন, এমনকি যদি এটি একজন ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট না হয়, কারণ বিচারের দিনে তারা গুরুত্বহীন হবে। এই পদ্ধতিতে আচরণ করা এই পৃথিবীতে একজনের আরাম ও শান্তি বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তারা জাহান্নামের একক ভয় থেকে পালানোর জন্য এবং পরকালে জান্নাতের জন্য তাদের একক আশা পাওয়ার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা- ১

জামে আত তিরমিযী, 2344 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মানুষ যদি সত্যিই মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে, তবে তিনি পাখিদের যেমন রিজিক দেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দেবেন। সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা ছেড়ে সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করা হল এমন একটি বিষয় যা অন্তরে অনুভূত হয় কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যখন কেউ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 3:

"... আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট..."

আস্থার যে দিকটি অভ্যন্তরীণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে একমাত্র মহান আল্লাহই একজনকে উপকারী জিনিস প্রদান করতে পারেন এবং পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর জিনিস থেকে রক্ষা করতে পারেন। একজন মুসলিম বোঝে যে দান, রোধ, ক্ষতি বা উপকারের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে তাদের জীবনের মধ্যে ঘটে যাওয়া সবকিছু, যা আল্লাহ, মহান, একাই সিদ্ধান্ত নেন,

জড়িত প্রত্যেকের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি এটি তাদের এবং অন্যদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারের আস্থা রাখার অর্থ এই নয় যে, মহান আল্লাহ যে উপায়গুলো দিয়েছেন, যেমন ওষুধ ব্যবহার করা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আলোচ্য প্রধান হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে সক্রিয়ভাবে রিযিকের সন্ধান করে। যখন কেউ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি এবং উপায় ব্যবহার করে, তখন তারা নিঃসন্দেহে তার আনুগত্য করে এবং তার উপর নির্ভর করে। এটি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার বাহ্যিক উপাদান। বহু আয়াত ও হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 71:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সাবধান হও..."

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যিক কর্মকাণ্ড মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ঐতিহ্য এবং মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করাই হলো মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যন্তরীণ অবস্থা। অভ্যন্তরীণ আস্থার অধিকারী হলেও বাহ্যিক ঐতিহ্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

কর্ম এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায় ব্যবহার করা, তাঁর উপর ভরসা করার একটি দিক। এই ক্ষেত্রে, ক্রিয়াগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল আনুগত্যের সেই কর্ম যা মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে করতে আদেশ করেন যাতে তারা উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ একজনকে শান্তি ও সাফল্য দান করবেন এই বিশ্বাস দাবী করার সময় এই কাজগুলো ত্যাগ করা কেবল ইচ্ছাপূর্ন চিন্তা এবং ইসলামে এর কোন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম হল সে সকল মাধ্যম যা মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য নিরাপদে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়া, তৃষ্ণা পেলে পান করা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম কাপড় পরিধান করা। যে ব্যক্তি এগুলি পরিত্যাগ করে এবং নিজের ক্ষতি করে সে দোষী। যাইহোক, কিছু লোক আছে যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ শক্তি প্রদান করেছেন, যাতে তারা নিজেদের ক্ষতি না করে এই উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনব্যাপী রোজা রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন, যেমন মহান আল্লাহ তাঁর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি সরবরাহ করেছিলেন। এটি সহীহ বুখারি, 1922 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) চতুর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফা আলী বিন আবু তালিবের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট না হন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ অনুভব করা। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 117 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এই উপায়গুলি থেকে দূরে সরে যায় কিন্তু আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যে ব্যর্থ না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করার শক্তি প্রদান করে, তবে তা হল গ্রহণযোগ্য অন্যথায় এটি দোষারোপযোগ্য।

মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করার ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রকারের কর্ম হল সেসব কাজ যা একটি প্রথাগত অভ্যাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যা মহান আল্লাহ কখনও কখনও নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ভেঙে দেন। এর একটি উদাহরণ হল সেই সব মানুষ যারা ওষুধের প্রয়োজন ছাড়াই রোগ নিরাময় করে। এটি বিশেষত দরিদ্র দেশগুলিতে বেশ সাধারণ যেখানে ওষুধ পাওয়া কঠিন। এটি সুনানে ইবনে মাজাহ, 2144 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসের সাথে যুক্ত, যেখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যাবে না যতক্ষণ না তারা তাদের জন্য বরাদ্দ করা প্রতিটি আউন্স ব্যবহার করে, যা সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া আরেকটি হাদিস অনুসারে ছিল। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, মহান আল্লাহ আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই হাদিসটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে , সে হয়তো সক্রিয়ভাবে রিজিক অন্বেষণ করবে না, এটা জেনেও যে এতদিন আগে তাদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেগুলি তাদের মিস করতে পারে না। সুতরাং এই ব্যক্তির জন্য রিযিক প্রাপ্তির প্রথাগত উপায়, যেমন চাকরির মাধ্যমে তা অর্জন, মহান আল্লাহ তায়ালা ভেঙ্গে দিয়েছেন। এটি একটি উচ্চ এবং বিরল পদ। অভিযোগ না করে বা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানুষের কাছ থেকে কিছু আশা না করে যে এমন আচরণ করতে পারে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যদি এই পথ বেছে নেয় তবে দোষমুক্ত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদ, 1692 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন ব্যক্তির জন্য তাদের নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হওয়া একটি পাপ, এমনকি যদিও তারা এই উচ্চ পদে থাকতে পারে।

যদিও এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যে উপায়গুলি মঞ্জুর করা হয়েছে তা ব্যবহার করা, সেগুলি পরিত্যাগ করার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম, কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথের চেয়ে কোন কিছুই উন্নত নয়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা রাখলে নিয়তিতে সন্তুষ্ট থাকে। অর্থ, মহান আল্লাহ যা কিছু একজনের জন্য বেছে নেন, তারা কোনো অভিযোগ ছাড়াই এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই গ্রহণ করেন, কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহই কেবল তাঁর বান্দাদের জন্য সেরাটি বেছে নেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপসংহারে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা সর্বোত্তম, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে যে বৈধ উপায়গুলি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে সেগুলি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। অভ্যন্তরীণভাবে বিশ্বাস করুন যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেবেন তা ঘটবে, যা নিঃসন্দেহে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম পছন্দ, তারা এটি পর্যবেক্ষণ করে বা উপলব্ধি করে বা না করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ২

সহীহ বুখারী, 5705 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে 70,000 মুসলমান বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সাথে নিজেদের আচরণ করে না। এটি হল যখন কেউ পবিত্র কুরআন বা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলির সাথে যুক্ত শব্দগুলি পাঠ করে এবং অসুস্থতা বা সমস্যার চিকিত্সার জন্য নিজের বা অন্যদের উপর আঘাত করে। এই পদ্ধতিটি অনেক হাদিস অনুযায়ী সম্পূর্ণ হালাল, যেমন সহীহ বুখারি, 5741 নম্বরে পাওয়া যায়। বেআইনি ধরন হল যখন কেউ শয়তানী শব্দ ব্যবহার করে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত, বৈধ মন্ত্রগুলি অনুমোদিত, কিছু মুসলমান তাদের সাথে এতটাই মগ্ন এবং সংযুক্ত হয়ে পড়ে যে তারা মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করার চেয়ে তাদের উপর নির্ভর করে এবং বিশ্বাস করে। অর্থ, তারা প্রায় আচরণ করে যদি তারা একটি মন্ত্র করে তবেই নিরাময় হবে, যেন নিরাময়ের শক্তি এতে নিহিত রয়েছে। এই বিশ্বাস মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আস্থার বিরোধিতা করে, যেমন বাস্তবে, সবকিছুর উৎস একমাত্র আল্লাহ। তিনি শুধুমাত্র প্রচলিত ওষুধ বা মন্ত্রের মতো উপায়ে কিছু লোককে নিরাময় করতে বেছে নেন। একজন মুসলিমের কখনই মন্ত্রের উপর এতটা নির্ভর করা উচিত নয়, তাদের ছাড়া সফল ফলাফল বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এটি তার অনুরূপ যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলি আবৃত্তি করে বিশ্বাস করে যে তারা যদি তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তারা অসুস্থতা এবং দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পাবে না বা তারা বিশ্বাস করে যে তারা কোনওভাবে একজনের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, যা সম্পূর্ণ অসত্য। মহান আল্লাহ মানুষকে রক্ষা করেন এবং তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে বা ছাড়াই তা করতে পারেন। অর্থ, তিনি কিছু অর্জনের জন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তিনি যে উপায়গুলি প্রদান করেছেন, যেমন

ওষুধ, ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে ব্যবহার করে এবং সর্বাবস্থায় তাদের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল বেছে নেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। কী ঘটবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তাই ভয় করা উচিত নয়। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ছাড়া আমরা কখনই আঘাত করব না; তিনি আমাদের অভিভাবক।" আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"

উপরন্তু, আধ্যাত্মিক মন্ত্রে নিজেকে নিমগ্ন করা প্রায়শই একটি খারাপ অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায় তারপরে তারা প্রথমে ভয় করত, প্যারানয়া। প্যারানয়া একজনকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করতে দেয়। এটি কেবল বিশ্বাসের দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যের সাথে নিজের সম্পর্কের ক্ষতি করে।

উপরন্তু, ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হল মহান আল্লাহর ব্যবহারিক আনুগত্য, মন্ত্র না করা। একজন মুসলিম বৈধ মন্ত্র ব্যবহার করতে পারে তবে এটি বোঝা সবচেয়ে ভাল যে সাহায্যের উৎস হলেন আল্লাহ, মহান এবং তিনি তাদের জন্য অন্য কিছু নির্ধারণ করলে তার সাহায্যকে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না বা তাদের সাহায্য করতে পারে না।

আধ্যাত্মিক অনুশীলনের উপর অত্যধিক নির্ভর করার সাথে আরেকটি সমস্যা, যেমন মন্ত্র, এই যে এই লোকেরা যখন প্রথমে নিজেদেরকে এবং তাদের আচরণকে ভালোর জন্য পরিবর্তন করতে হবে কিনা এবং আল্লাহর আনুগত্যের

উপর অবিচল থাকতে হবে তা দেখার পরিবর্তে সমস্যার সম্মুখীন হয়, মহিমান্বিত, ধৈর্য সহকারে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করে, তারা অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ লোকেদের দিকে ফিরে যায় যারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে পার্থিব জিনিসগুলি ঠিক করার দাবি করে। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই লোকেরা শুধুমাত্র একজন মুসলিমকে এমন একটি অসুস্থতা অবলম্বন করে যা তাদের প্রাথমিক সমস্যা যেমন প্যারানিয়া থেকে অনেক বেশি খারাপ। তারা মুসলমানদের বোঝায় যে তাদের সমস্যাগুলি হয় অতিপ্রাকৃত প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, যেমন জিন বা কালো জাদু যা তাদের বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করেছে। জ্বীনদের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের পার্থিব বিষয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা খুবই বিরল। এটি মুসলমানদের ক্ষুদ্র জিনিসগুলির জন্য মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে এবং এমনকি এটি তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের প্রতি সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের এমন মূর্খ লোকদের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেবে যারা এমনকি তাদের নিজের সমস্যাগুলিও ঠিক করতে পারে না, অন্যের সমস্যার সমাধান করতে দেয় না। দৃঢ় বিশ্বাস তাদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধা দেবে কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলিমকে বুঝতে দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা তা করতে পারবে না যদি না মহান আল্লাহ তা অনুমতি দেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের উপকার করতে পারে না। এবং প্রতিটি ঘটনা এবং পরিস্থিতি শুধুমাত্র একটি সেট এবং অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ ভাগ্য অনুযায়ী ঘটে। ইসলামী শিক্ষার সর্বত্র এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া সুদূরপ্রসারী হাদীস।

পরিশেষে, ইসলামী শিক্ষার মূলে নেই এমন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিজেকে নিমগ্ন করাও একজনকে মহান আল্লাহর ভান্ডারের সাথে এমন একটি দোকানের মতো আচরণ করতে উত্সাহিত করে যেখানে কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস কেনা হয়। এটি গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং নির্দোষ মনোভাব, কারণ

পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি এমন ক্রেডিট কার্ড নয় যা পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন একটি শিশু বা একটি ভিসা এর পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের স্থানটি জানতে হবে এবং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে আচরণ করতে হবে এবং গ্রাহক হিসাবে কাজ করতে হবে না। তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা উচিত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থিত উপায়ে মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস চাওয়ার অনুমতি রয়েছে, তবে অন্য উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। হেদায়েতের দুটি উৎস এবং মহান আল্লাহর প্রতি গ্রাহকের মনোভাব গ্রহণ করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করা। তারপর সর্বাবস্থায় তাদের সাহায্য করার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল এই মুসলিমরা বিশ্বাস করে না বা অশুভ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ ৯০৯ নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, কারণ এইভাবে আচরণ করা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করার মতো, অর্থ, শিরক।

অশুভ লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অর্থ হল এটি একজনের আচরণ এবং কর্মকে প্রভাবিত করে। যদিও কালো জাদু এবং দুষ্ট চোখ বাস্তব, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি পাতার ওড়না থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মহাবিশ্বের কিছুই মহান আল্লাহর পছন্দ এবং ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত অশুভ অশুভ নিয়ে মাথা ঘামা না বা ডাইনি ও জাদুকরদের ভয় না করে অবিচল থাকা কারণ তারা এমন কিছু ঘটাতে পারে না যা মহান আল্লাহ তায়ালা চাননি। পরিবর্তে, একজনকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা উচিত, তাকে প্রদত্ত নিয়ামতগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং তাদের বৈধ কাজ ও পছন্দগুলি চালিয়ে যাওয়া এবং কেবলমাত্র মন্দ জিনিসগুলি থেকে রক্ষা করা উচিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমর্থনে এবং পরাক্রমশালী পছন্দ ও আদেশের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে, মহান আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা- ৩

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ছেড়ে দেয় তা তারা তীব্রভাবে মিস করবে না, জিনিসটি হারাম বা হালাল কিন্তু অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন। অন্যথায় বিশ্বাস করে শয়তানের ফিসফিসানিতে পড়া উচিত নয় কারণ সে মানুষকে বিভ্রান্ত করাকে তার মিশন বানিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, যখনই কোনো মুসলমান দারিদ্র্য দান করার জন্য অনুপ্রাণিত হয় শয়তান দ্রুত সতর্ক করে এবং তাদের দারিদ্র্যের বিষয়ে ভয় দেখায় যা অনেক ক্ষেত্রে একজন মুসলমানকে তাদের মন পরিবর্তন করে দেয় যদিও তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কিছু সম্পদ দান করে দরিদ্র হবে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 268:

"শয়তান আপনাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং আপনাকে অনৈতিক কাজের আদেশ দেয়, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।"

একজন মুসলমানের উচিত এই আয়াতের অন্য অর্ধেকের উপর আমল করা এবং এর পরিবর্তে বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ, তারা তার জন্য যে জিনিস ত্যাগ করেছেন তার পরিবর্তে আরও ভাল কিছু দিয়ে দেবেন। যারা এটা অনুভব করেছেন তারা এই বক্তব্যের সত্যতা জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের অবশ্যই ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে তারা কিভাবে উভয় জগতে সফল হয়েছে। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নাতি হযরত ইমাম হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অগণিত মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য কর্তৃত্ব ত্যাগ করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারী, 3629 নম্বরে

পাওয়া একটি হাদিসে তার কর্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাকে আশীর্বাদ ও পুরস্কার প্রদান করেছেন যে ক্ষমতার যে কোন পদ তাকে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জামে আত তিরমিযী, 3768 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তাকে জান্নাতের যুবকদের নেতা ঘোষণা করা হয়েছে। যেন তিনি এই দুনিয়াতে নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং পরলোকগত দুনিয়াতে আরও বড় কর্তৃত্ব লাভ করেছেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান তাদের কর্মে আন্তরিক থাকে, মহান আল্লাহ, তারা তাঁর জন্য যা ত্যাগ করেন তার পরিবর্তে আরও ভাল কিছু দিয়ে দেবেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ৪

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। এটা আশ্চর্যজনক যে, কিছু মুসলমান কীভাবে এমন একটি মনোভাব গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর উপর নির্ভরতাকে ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছার বিপরীতে অলস হওয়ার অজুহাত হিসেবে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন এই মুসলমানদেরকে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করতে বলা হয় যাতে তারা সঠিকভাবে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে, তখন তারা সাহসের সাথে উত্তর দেয় যে আল্লাহ, মহান, তিনি সব দয়ালু এবং ক্ষমাশীল তাই তারা আশা করে যে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন যদিও তারা তাঁর আনুগত্যে চেষ্টা না করেন। যদিও মহান আল্লাহ, পরম করুণাময় এবং ক্ষমাশীল তিনি এই মহাবিশ্বে এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন যার জন্য একজনকে কাজ করতে হবে যদি তারা সফলতা অর্জন করতে চায়।

উপরন্তু, যদি তারা করুণা ও ক্ষমার ঐশ্বরিক গুণাবলীর উপর এতটাই নিশ্চিত থাকে কেন তারা প্রদানকারী হওয়ার ঐশ্বরিক গুণের উপর একই স্তরের নির্ভরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়? অর্থ, যিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিযিক বরাদ্দ করেছেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন তারা তাদের রিজিক পাওয়ার জন্য এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করার জন্য সুবিধার দাবি না করে বা চাকরির মাধ্যমে উপার্জন না করে বাড়িতে বিশ্রাম নেয় না কিভাবে তারা এটার জন্য প্রচেষ্টা না করে তাঁর ক্ষমার উপর নির্ভর করে? এই চেরি বাছাই মনোভাব তাদের অলসতা এবং আসল ভুল উদ্দেশ্য প্রমাণ করে। তারা মোটেও মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে না। সময় আসার আগেই এই মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যাতে তারা পরিবর্তে সক্রিয়ভাবে মহান আল্লাহর

আনুগত্য করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাঁর ক্ষমা ও করুণার উপর নির্ভর করে। তবেই একজন মুসলিম উভয় জগতে প্রকৃত সফলতা অর্জন করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া একটি সাধারণ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। যখন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয় প্রথমে নিজেদের এবং তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার পরিবর্তে তাদের ভালর জন্য পরিবর্তন করা দরকার এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অবিচল থাকে, ধৈর্য সহকারে উপশমের জন্য অপেক্ষা করে তারা পরিবর্তে অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ লোকদের দিকে ফিরে যায় যারা সংশোধন করার দাবি করে। আধ্যাত্মিক মাধ্যমে পার্থিব জিনিস. এই লোকেরা শুধুমাত্র একজন মুসলমানকে এমন একটি অসুস্থতা গ্রহণ করতে দেয় যা তাদের প্রাথমিক সমস্যা যেমন প্যারানিয়া থেকে অনেক বেশি খারাপ। এই লোকেরা মুসলমানদের বোঝায় যে তাদের সমস্যাগুলি হয় অলৌকিক প্রাণীর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, যেমন জ্বীন , অথবা কালো জাদু দ্বারা যা কেউ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। যদিও জ্বীনের অস্তিত্ব আছে তাদের পার্থিব বিষয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা খুবই বিরল। এই ভুল উপদেশ মুসলমানদের তুচ্ছ জিনিসের জন্য মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে এবং এমনকি এটি তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের প্রতি সন্দেহের জন্ম দেয়। এটি শুধুমাত্র শত্রুতা এবং ভঙ্গুর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এই মনোভাব মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসকেও ক্ষতিগ্রস্থ করবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে এমন কিছু করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা পবিত্র কুরআন বা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে উপদেশ দেওয়া হয়নি।

ইসলামি জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমানকে শক্তিশালী করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাদের এমন মূর্খ লোকদের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেবে যারা এমনকি তাদের নিজের সমস্যাগুলিও ঠিক করতে পারে না অন্যের সমস্যাগুলিকে বাদ দিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস তাদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধা সৃষ্টি করবে কারণ তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ

নির্ভর করবে। দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলমানকে বুঝতে দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা তা করতে পারবে না যদি না মহান আল্লাহ তা অনুমতি দেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি তাদের উপকার করতে পারে না। এবং প্রতিটি ঘটনা এবং পরিস্থিতি শুধুমাত্র একটি সেট এবং অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ ভাগ্য অনুযায়ী ঘটে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস জুড়ে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া সুদূরপ্রসারী হাদীস।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমান যখন কোনো সমস্যায় পড়েন তখন তার উচিত প্রথমে নিজের আচরণের মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা এবং তারপর মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা এবং আরও সমস্যা এড়ানো। আধ্যাত্মিক উপায়ে পার্থিব সমস্যা সমাধানের দাবি করে এমন লোকেদের এড়িয়ে বিভ্রান্তির রূপ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ৬

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কিভাবে তারা মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা গড়ে তুলতে এবং শক্তিশালী করতে পারে, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। এটি করার একটি প্রধান উপায় হল মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্য, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এর কারণ এই যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্য, সে সর্বদা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, তাদের সাহায্য করবে না যা তার প্রতি তাদের আস্থাকে দুর্বল করে দেয়। অথচ, আনুগত্যকারী মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, তারা যেহেতু তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ অবশ্যই তাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের প্রতি সাড়া দেবেন, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর উপর তাদের আস্থা শক্তিশালী হবে।

উপরন্তু, সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তির প্রতি তাদের উপলব্ধি অনুযায়ী সাড়া দেন। অবাধ্য ব্যক্তির অবাধ্যতার কারণে সর্বদা মহান আল্লাহ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা থাকবে। যদিও, একজন আনুগত্যকারী মুসলমান সর্বদা তাদের আনুগত্যের কারণে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করবে। এই চিন্তাশক্তি মহান আল্লাহর প্রতি একজন মুসলমানের বিশ্বাসকে দুর্বল বা শক্তিশালী করতে পারে। আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে যদি তারা একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের দিকটি পূরণ করে তবে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারও একই কাজ করবে। অনুরূপভাবে, একজন আনুগত্যশীল মুসলিম বিশ্বাস করে যে তারা যেমন মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন তাদের সারা জীবন বিশেষ করে, অসুবিধার মধ্যে সাহায্য করার মাধ্যমে। যদিও, যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়িক চুক্তির তাদের পক্ষ পূরণ করে না সে বিশ্বাস করবে না বা আশা করবে না যে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার তাদের পক্ষ পূরণ করবে। একইভাবে, একজন

অবাধ্য ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না যে মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন কারণ তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আস্থা রাখা এবং তার আনুগত্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। একজন যত বেশি আনুগত্য করবে তত বেশি তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে। তারা যত কম আনুগত্য করবে তত কম তারা তাঁর উপর আস্থা রাখবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 7

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনাভাইরাস সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে এবং এটি সারা বিশ্বে কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রকৃত আস্থা অর্জন করতে শেখায়, তিনি যে উপায়গুলি তৈরি করেছেন তা ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে কাজে লাগানোর মাধ্যমে এবং তারপর বিশ্বাস করুন যে মহান আল্লাহ তাদের জন্য যে ফলাফল চয়ন করেন তা সর্বোত্তম। করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে, মুসলমানদের যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যেমন ভালো স্বাস্থ্যবিধি, ওভারবোর্ডে না গিয়ে, যেমন জনসমক্ষে হ্যাজমাট স্যুট পরা। কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা উচিত এবং একটি সত্যকে বোঝা উচিত, কেবলমাত্র সেই জিনিসগুলি যা মহান আল্লাহ তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থ, মহান আল্লাহ যদি কারো জন্য কিছু উপকার করতে চান, তবে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়ে তা লাভ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর মহান আল্লাহ যদি কাউকে কোনো রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত করতে চান, তাহলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়ে তাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারে না। এটি ইসলামী শিক্ষায় স্পষ্ট করা হয়েছে, যেমন জামি আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া হাদিস। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 17:

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে বিপদে ফেলেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাকে কল্যাণে স্পর্শ করেন - তাহলে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির শিক্ষা দেয় যেখানে একজন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করে যা আল্লাহ, মহান, সৃষ্টি করেছেন এবং

তাদের প্রদান করেছেন কিন্তু বিশ্বাস করে যে আল্লাহ, মহান, যা নির্ধারণ করেছেন তা তাদের জন্য অনিবার্য এবং সর্বোত্তম, এমনকি যদি তারা এর পিছনের প্রজ্ঞাগুলি পালন করতে ব্যর্থ হয়। . এই মনোভাব এবং বিশ্বাস প্যারানয়া এবং চাপ প্রতিরোধ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

উপরন্তু, এই ভাইরাসের দ্রুত বিস্তার মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করতে এবং তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আনুগত্যে সংগ্রাম করতে উত্সাহিত করতে হবে। তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। এবং তাদের উচিত বিশেষভাবে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী সদয়ভাবে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা। এর কারণ হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে ইবনে মাজাহ, 4019 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, যখন অনৈতিকতা ব্যাপক ও জনসমক্ষে ছড়িয়ে পড়বে, তখন মানুষ নতুন নতুন রোগে আক্রান্ত হবে যা তাদের আগে কখনও ঘটেনি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - ৪

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিক যেমন সূর্য, গ্রহ এবং অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে। ইতিহাসের এক সময়ে পৃথিবীকে মহাবিশ্বের একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ জিনিস বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল যে পৃথিবী আসলে মহাবিশ্ব নামক একটি বিশাল সমুদ্রের একটি বিন্দু মাত্র। মুসলমানদের জন্য এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগুলি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে ভাল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে, যেমন মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার উপর আস্থা। যখন একজন মুসলমান সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং মহান আল্লাহর সাহায্য নিয়ে প্রশ্ন করে, তখন তাদের উচিত মহাবিশ্বের আকার এবং এতে কত প্রাণী রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করা। পৃথিবী একটি সৌরজগতের একটি একক গ্রহ যা অনেকগুলি গ্রহ এবং একটি নক্ষত্র দ্বারা গঠিত। অনেক সৌরজগৎ একটি গ্যালাক্সি তৈরি করে। অনেক গ্যালাক্সি মিলে মহাবিশ্ব গঠিত। একজন মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কোন অংশীদার বা সাহায্য ছাড়াই মহান আল্লাহ তায়ালা টিকিয়ে রেখেছেন। যখন একজন মুসলমান এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তখন তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, মহান আল্লাহ যদি সমগ্র মহাবিশ্বকে কোনো কিছু বঞ্চিত না করে বা সমন্বয়হীন হয়ে টিকিয়ে রাখতে পারেন, তবে তিনি তাদের সমস্যা ও অসুবিধারও যত্ন নিতে পারেন।

বিধান এমন একটি বিষয় যা লোকেরা প্রায়শই চাপ দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে, এই চাপ তাদের বেআইনি উত্স থেকে বিধান খোঁজার জন্যও প্ররোচিত করে। যখনই একজন মুসলমান এই চাপের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের উচিত মহাবিশ্ব এবং অগণিত সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করা যার জন্য মহান আল্লাহ নিরন্তর বিধান প্রদান

করেন। যদি তিনি এটি করেন, তাহলে কেন একজনের সন্দেহ করা উচিত যে তিনি এমন একজন ব্যক্তির জন্য বিধান প্রদান করবেন না যার শুধুমাত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য কয়েকটি জিনিস প্রয়োজন? সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় একধাপ পিছিয়ে যাওয়া এবং এই তথ্যগুলো মূল্যায়ন করা হল মানসিক চাপ দূর করার এবং মহান আল্লাহর প্রতি আস্থাকে শক্তিশালী করার একটি চমৎকার উপায়।

পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে শিক্ষা পাওয়া যায়, যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি, সৃষ্টিকে নিরবচ্ছিন্ন রিযিক প্রদানের। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 60:

"এবং কত প্রাণী তার [নিজের] রিযিক বহন করে না। আল্লাহ তার জন্য এবং আপনার জন্য রিজিক করেন..."

কিন্তু এই শিক্ষার সত্যতা মহাবিশ্বের মতো সৃষ্টিতেও পাওয়া যায়। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 190:

"নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য।"

অতএব, মুসলমানদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্রথমে ঐশী কিতাবের শিক্ষাগুলি শেখা এবং তার উপর আমল করা এবং তারপর সৃষ্টির উপর চিন্তা করা। এটি একজনের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার দিকে পরিচালিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর ভরসা করা - 9

জামে আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহান আল্লাহর অসীম এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই হাদিসটি পরামর্শ দেয় যে সমগ্র সৃষ্টি যদি একজন ব্যক্তির উপকার করতে পারে না। মহান আল্লাহ তাদের তা করতে চাননি। একইভাবে, মহান আল্লাহ না চাইলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রে কারো ক্ষতি করতে পারে না। এর অর্থ একমাত্র মহান আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত দেন তা মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই উপদেশটি ওষুধের মতো উপায় ব্যবহার ত্যাগ করার ইঙ্গিত দেয় না, তবে এর মানে হল যে কেউ উপায়গুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ সেগুলি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করেছেন, তবে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহান আল্লাহই সকল কিছুর ফলাফল নির্ধারণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা অনেক অসুস্থ ব্যক্তি যারা ওষুধ খান এবং তাদের অসুস্থতা থেকে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তারা অন্য যারা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয় না। এটি ইঙ্গিত করে যে আরেকটি কারণ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে, তা হল মহান আল্লাহর ইচ্ছা। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 51:

"বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত আমরা কখনই আঘাত করব না..."

যিনি এটি বোঝেন তিনি জানেন যে তাদের প্রভাবিত করে এমন কিছু এড়ানো যেত না। এবং যে জিনিসগুলি তাদের মিস করেছে সেগুলি কখনই পাওয়া যেত না।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেষ ফলাফল যাই হোক না কেন তা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাদের ধৈর্য ধরে থাকা উচিত এবং সত্যই বিশ্বাস করা উচিত যে, মহান আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম নির্বাচন করেছেন যদিও তারা ফলাফলের পেছনের প্রজ্ঞাকে না দেখেও। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

যখন কেউ এই সত্যটি সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করে তখন তারা সৃষ্টির উপর নির্ভর করা বন্ধ করে দেয় যে তারা জন্মগতভাবে তাদের ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। পরিবর্তে, তারা মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সমর্থন ও সুরক্ষা কামনা করে। এটি একজন মুসলিমকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার দিকে পরিচালিত করে। এটি একজনকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি তাদের ক্ষতি করতে পারে না।

স্বীকার করা , মহান আল্লাহর একত্বকে বোঝার একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয় যার কোন শেষ নেই এবং এটি কেবলমাত্র অতিমাত্রায় বিশ্বাস করার বাইরে চলে যায় যে মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। যখন এটি কারও হৃদয়ে স্থির হয় তখন তারা কেবল মহান আল্লাহর উপর আশা করে, তারা জানে যে

একমাত্র তিনিই তাদের সাহায্য করতে পারেন। তারা কেবল তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে আনুগত্য করবে এবং আনুগত্য করবে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে বা কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যের আনুগত্য করে। একমাত্র মহান আল্লাহই এটি প্রদান করতে পারেন তাই কেবলমাত্র তিনিই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য। যদি কেউ মহান আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে অন্যের আনুগত্য পছন্দ করে, তাহলে তারা বিশ্বাস করে যে এই অন্যটি তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। এটা তাদের ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। যা কিছু ঘটে তার উৎস মহান আল্লাহ, তাই মুসলমানদের কেবল তাঁরই আনুগত্য করা উচিত। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 2:

"আল্লাহ মানুষকে যা কিছু রহমত দান করেন- কেউ তা আটকাতে পারে না; এবং যা তিনি আটকে রাখেন - এরপর কেউ তা ছেড়ে দিতে পারে না..."

উল্লেখ্য যে, এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা যা মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উৎসাহিত করে, বাস্তবে মহান আল্লাহকে মান্য করা। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করা। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 80:

"যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল..."

বিধান - 1

সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে সমস্ত প্রাণীর জন্য সমস্ত কিছু যেমন রিযিক বরাদ্দ করেছিলেন। এবং পৃথিবী।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত অবস্থার ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে, যেমন একজনের রিজিক লাভ করা। প্রথম দিকটি হল, মহান আল্লাহ যা অর্থ, ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন; এটি ঘটবে এবং সৃষ্টির কিছুই এটি ঘটতে বাধা দিতে পারে না। যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির হাতের বাইরে, তাই এই দিকটির উপর চাপ দেওয়ার কোন মানে হয় না কারণ তারা বা অন্য কেউ যাই করুক না কেন নিয়তির উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। উপরন্তু, এই বিধান এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত। অর্থ, যতদিন তারা জীবিত থাকবে ততদিন একজন ব্যক্তি তাদের রিজিক পেতে থাকবে এবং কোন কিছুই তাদের তা গ্রহণ ও ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারবে না , এমনকি তারা নিজেরাও নয়।

দ্বিতীয় দিকটি হল নিজের প্রচেষ্টা। এই দিকটির উপর একজন ব্যক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তাই তাদের উচিত এই দিকে মনোনিবেশ করা উচিত যে উপায়গুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করে তাদের শারীরিক শক্তি যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করার জন্য, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ভাগ্যের মুখোমুখি হয়ে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য, যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এর মধ্যে রয়েছে হারাম, অতিরিক্ত, অপব্যয়

ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য হালাল রিজিক অর্জনের চেষ্টা করা।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলিমের কখনই এমন জিনিসের উপর চাপ দিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয় যেগুলির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব নেই। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের হাতে থাকা উপায়গুলি ব্যবহার করা এবং ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা জিনিসগুলির উপর কাজ করা। একজন মুসলমানকে তাদের রিযিক পৌঁছে দেওয়ার জন্য অলসতা অবলম্বন করে এবং ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চরম মানসিকতা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। ভারসাম্য হল ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা এবং মহান আল্লাহর গ্যারান্টির উপর নির্ভর করা, কারণ এই নির্ভরতা অধৈর্যতা এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অন্বেষণকে প্রতিরোধ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাই নির্দেশ দিয়েছেন।

বিধান - 2

সহীহ বুখারী, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে কেউ নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে উত্তম কিছু খায়নি।

মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্য অলসতাকে বিভ্রান্ত না করা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, অনেক মুসলমান একটি বৈধ পেশা থেকে দূরে সরে যায়, সামাজিক সুবিধা গ্রহণ করে এবং মসজিদে বসবাস করে এবং দাবি করে যে তারা আল্লাহ, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্য। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মোটেই ভরসা নয়। এটা শুধুমাত্র অলসতা যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী। ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত আস্থা হল, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হালাল সম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ, মহান ব্যক্তিকে তার শারীরিক শক্তির মতো মাধ্যম ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করা। , মহান, এই মাধ্যমে তাদের বৈধ সম্পদ প্রদান করবে. মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার লক্ষ্য হল, তাঁর সৃষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করে কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা নয়, কারণ এটি তাদের অকেজো করে দেবে, এবং মহান আল্লাহ্‌ অকেজো জিনিস সৃষ্টি করেন না। মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার উদ্দেশ্য হল সন্দেহজনক বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত রাখা, যেহেতু একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত তাদের বিধান, যার মধ্যে সম্পদও রয়েছে, আসমান সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবং পৃথিবী। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এই বরাদ্দ পরিবর্তন করা যাবে না। একজন মুসলমানের কর্তব্য হল হালাল উপায়ে এটি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য। এটি সহীহ বুখারি, 2072 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়গুলি ব্যবহার করা, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করার একটি দিক, কারণ তিনি তাদের এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি

করেছেন। তাই একজন মুসলিমের উচিত হবে অলস হওয়া উচিত নয় যখন তারা তাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে হালাল সম্পদ উপার্জনের উপায় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রদত্ত উপায়ের মাধ্যমে সামাজিক সুবিধা লাভের মাধ্যমে মহান আল্লাহর উপর আস্থার দাবি করে।

পরিশেষে, মূল হাদিস বোঝা এবং তার উপর কাজ করা একজনকে তাদের জন্য সরকার বা আত্মীয়দের মতো অন্যদের উপর নির্ভর করার থেকে স্বাধীন হতে উৎসাহিত করে। এর পরিবর্তে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মহান আল্লাহ প্রদত্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা উচিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের বরাদ্দকৃত হালাল রিযিক তাদের কাছে পৌঁছাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একমাত্র মহান আল্লাহর উপর আস্থা রাখবে।

বিধান - 3

মহান আল্লাহ হলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা এবং রিযিকের বরাদ্দকারী যা তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গঠন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, সমগ্র সৃষ্টির বিধান আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বরাদ্দ করা হয়েছিল।

যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে সে তাদের সৃষ্টির আগে তাদের জন্য যেভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছিল সেভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। তারা এই নির্ভরতা প্রমাণ করবে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হালাল রিযিক লাভের চেষ্টা করে এবং হারাম ও সন্দেহজনক কিছু থেকে বিরত থাকবে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের খাদ্য ও পানীয় আকারে শারীরিক বিধান প্রয়োজন। একইভাবে একজন মুসলিমের আত্মারও রিযিকের প্রয়োজন। এই বিধান এটিকে শক্তিশালী করে এবং এটিকে শাশ্বত সুখের দিকে নিয়ে যায়। এই বিধানটি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের আকারে, যার মধ্যে রয়েছে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া। এসবের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা। তাই, মুসলমানদের উচিত আত্মার এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান লাভের সাথে সাথে তাদের দৈহিক দেহের জন্যও সচেষ্ট হওয়া। এই ক্ষেত্রে দুটি উপাদান মনে রাখা উচিত। কারও নিশ্চিত বিধান লাভের জন্য বেআইনি এবং অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালাবেন না। এবং অপব্যবহার বা অপব্যবহার না একটি লাভ রিজিক.

একজন মুসলমানের উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের আশ্রিতদের ভরণপোষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা। এর মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিধান প্রদান করা অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলিমেরও নিজের জন্য দারিদ্র্যকে ভয় না করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অভাবীদের জন্য একই কাজ করা উচিত। তাদের সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া হাদিসটি মনে রাখা উচিত, যেটি পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহ অন্যের প্রয়োজনের যত্ন নেওয়া মুসলমানের চাহিদা পূরণ করবেন।

বিধান - 4

মহান আল্লাহ, যিনি অসীম অনুগ্রহশীল এবং প্রতিদান বা বাহ্যিক কারণ ছাড়াই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ দান করেন। তিনি না চাইতেই উদারভাবে দেন।

যে মুসলমান এই ঐশ্বরিক নামটি বোঝে তারা সর্বদা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ কামনা করবে, কারণ তারা জানে যে দাতা জিজ্ঞাসা করা পছন্দ করেন। জামি আত তিরমিযী, 3571 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যে দানকারীর কাছ থেকে অনুগ্রহ চায় তার জানা উচিত যে তা তাঁর অবাধ্যতার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে প্রাপ্ত যে কোন পার্থিব নিয়ামত উভয় জগতের মালিকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। একজন মুসলিমের উচিত হবে দানকর্তার আদেশ পালনের মাধ্যমে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে তার থেকে উপকারী আশীর্বাদ লাভের চেষ্টা করা। যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারে যে সমস্ত আশীর্বাদ দানকারীর দ্বারা প্রদত্ত হয়েছে তারা তাঁর প্রতি সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এটি তখনই হয় যখন কেউ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে তার কাছে থাকা সমস্ত নিয়ামত ব্যবহার করে। এতে বরকত বৃদ্ধি পায়। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

একজন মুসলমানকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের দেওয়া আশীর্বাদ দান করে এই ঐশী নামের উপর কাজ করা উচিত। যে অন্যকে দান করবে তাকে তার চেয়ে বেশি দেওয়া হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

"কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তা তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন? আর আল্লাহই রোধ করেন এবং প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

বিধান - 5

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। লোকেরা প্রায়শই তাদের চাহিদা এবং দায়িত্ব, যেমন তাদের নির্ভরশীলদের জন্য সরবরাহ করার জন্য তাদের বৈধ বিধান উপার্জনের ক্ষেত্রে মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ করে। এটা বোঝা জরুরী যে, মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে ততদিন তার রিজিক, অর্থ, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তার প্রয়োজনীয় জিনিসের নিশ্চয়তা মহান আল্লাহ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির 50,000 বছর আগে সৃষ্টির জন্য বিধান বরাদ্দ করেছিলেন। এটি সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি তার বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।"

এই বরাদ্দের একটি দিক হল একজনের বিধান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং শারীরিক শক্তি। কিন্তু লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে গ্যারান্টিযুক্ত বিধানটি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কেবলমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজন, কোনও ব্যক্তি এই ন্যূনতম থেকে বেশি পাবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই, যদিও বেশিরভাগ লোকেরা আরও বেশি পান। এর অর্থ হল, যদিও সমস্ত মানুষকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বিধান পাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তি দেওয়া হয়েছে, তবুও তাদের সবাইকে এর বেশি সরবরাহ করা হয়নি। অর্থ, কিছু লোককে

ন্যূনতমের চেয়ে বেশি সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাই তাদের এটি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক এবং শারীরিক শক্তিও সরবরাহ করা হয়েছে, যেখানে অন্যদের নেই। অতএব, মানুষ যখন তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, যা তাদের বরাদ্দ করা হয়নি, তখন এটি কেবলমাত্র মানসিক এবং শারীরিকভাবে বিরক্ত হওয়ার কারণ হবে, কারণ তাদের আরও বিধান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তি সরবরাহ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি অপচয়, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পেতে চেষ্টা করে, সে কখনই মানসিক বা শারীরিকভাবে বিরক্ত হবে না, কারণ তাদের জন্য এই মানসিক ও শারীরিক শক্তির স্তর নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, কেউ যদি তাদের রিজিক পাওয়ার ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি এড়াতে চায়, তাহলে তাদের উচিত তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তা পাওয়ার ও ব্যবহার করার চেষ্টা করা এবং তাদের নির্ভরশীলদেরও তা করতে শেখানো।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe